দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JAN. 22 2000 ...
পৃষ্ঠা ৫ ... কলাম ১ ...

24

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃতগৌ

সন্ত্রাসীদেরকে

দুর্বৃত্তদের গণআদালতে ছেড়ে দেয়া হোক

❐ রোজা হক, ছাত্রী, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা।

থার্টি ফার্স্ট-এর ঘটনায় শরীর রি রি করছে। কাদের রক্ষে, কাদের লালনে বাংলাদেশ চলছে। সরকার একের পর এক ঘটনার ফাইল করছে হিমালয় সমান। তারপরও মায়ের আঁচল খুলে বাবাকে খুন করা। বাঁধন আর বিহারী নাথকে দিয়ে শেষ দেখতে চাই আমরা। নরপশুদের রিমাণ্ড নয়, জেল নয়, তাদের ছেড়ে দেয়া হোক গণআদালতে, সাথে থাকবে অপদার্থ-কুলাঙ্গার পুলিশদের। ঘটনার নায়কদের এবং মদদদাতাদের সর্বাঙ্গ খালি করে বেত্রাঘাত করা হোক বউ বাচ্চার হাতে। আর এমনি বেত্রাঘাত যাতে নিঃশেষ হয়ে যায় তাদের রক্তকণার সাথে মিশ্রিত লোভলালসা আর দায়িত্বহীনতার প্রভাব। সরকার থাকবে সরকারের গদিতে আর আইন থাকতে তার নিজস্ব গতিতে তবেই সর্বস্তরে বিরাজ করবে শান্তি ও শৃংখলা। পাঁচ দশটা উটকো জানোয়ারের জন্য দেশ কোনকালেই থেমে থাকে না বা থাকবে না। ওদের জন্য সময় ব্যয় করা যাবে না। অপরাধী নির্মূল করে সামনের দিকে চলাই হবে আমাদের ব্রত।

আমরা চাই আইন তার নিজস্ব গতিতে থাকবে। বিচার বিভাগ হোক কঠোর। লাঞ্ছিত ঘটনায় সাহসী ফটোগ্রাফারদের দেয়া হোক পুরস্কার। অসচেতন নাগরিকরা হয়ে যাক সচেতন। বেড়ে যাবে সুনাম, টিকে থাকবে দেশ। ফিরে আসবে হৃতগৌরব।

মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ নিন

❐ হাসান আহমেদ কাজমী, ছাত্র, ঢাকা।

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে জাতির ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধের এক নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতি আজ হঠাৎ করেই সৃষ্টি হয়নি। বরং এটি স্বাধীনতা অর্জনের পরবর্তী সময়ে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস এবং সর্বোপরি সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফল। বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি পদক্ষেপ এক্ষুণি নিন।

○ ছাত্র সমাজকে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে মুক্ত রাখতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে।

○ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সন্ত্রাসের মূলোৎপাটন করতে হবে।

○ সাম্প্রদায়িকতার বীজ ধ্বংসের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

○ সাহিত্য মানুষের সুপ্ত মূল্যবোধকে জাগ্রত করে। তাই সাহিত্যের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে স্বশিক্ষিত করে তোলার জন্য লাইব্রেরিকে আরও সমৃদ্ধিশালী করতে হবে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার মতো গ্রন্থের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

○ দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রদেরকে হলের সিট প্রদানে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

○ বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন এলাকার নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে।

○ বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে বসবাসকারী ছাত্রছাত্রীদের সন্ধ্যার পর পরই হলে ফেরার ব্যাপারে কড়াকড়ি ব্যবস্থা নিতে হবে।

○ শিক্ষকদের মধ্যে দলীয় কোন্দল বন্ধ করতে হবে এবং ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

○ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উগ্র পোশাক-আশাক পরিধানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে।

পাঠক প্রতিক্রি

○ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর করে তুলতে হবে।

○ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে প্রধান করে এবং প্রাক্তন মেধাবী, সৎ ও দায়িত্বশীল ছাত্রদের সমন্বয়ে এমন একটি গোয়েন্দা টিম গঠন করতে হবে যে টিম বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে সার্বক্ষণিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবে।

চাই সম্মিলিত প্রতিরোধ

❐ রাজীব সরকার, ছাত্র, জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পর পর দুটি দুর্ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। এই দুটি ঘটনাকে 'বিচ্ছিন্ন' আখ্যা দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভানুধ্যায়ীরা হয়তো সাময়িক সান্ত্বনা পেতে চাইবেন, কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে আমি দায় এড়াতে পারি না। দুটি অপকর্মের সময়েই পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা প্রমাণ করেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে তাদের সাহায্য কামনা অরণ্যে রোদন মাত্র। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল আইনে "পাশাপাশি দুটি ছেলেমেয়ের কথা বলা জরিমানাযোগ্য অপরাধ", সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের সহযোগিতাও দুরাশা। তাই প্রয়ো
প্রতিরোধ।

ক্ষুব্ধ প্রতিক্রি

❐ দীপ্ত অতনু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল
খ্যাতিটি আসলে এব
সত্যেন বোস
আন্তর্জাতিক খ্যাতি
পদচারণায় যে ঢা
মিথের অধিকারী
শিক্ষকও নেই জ্ঞা
যতসব অশিক্ষক
জ্ঞানে নয় রঙে।
শিক্ষক হওয়ার পর
ক্ষেত্র হওয়া উচিত
কাজ করা, দ্বিতীয়
সাথে এবং তৃতীয়
সেটা ঢাকা শহ
তাদেরকে বিশ্বি
দাবারসহ ছয়মা
টেস্টকেস হি
কি করে ঢা
হওয়া সত্ত্বে
ডিসিপ্লিন
প্রশাসনের
বিশেষজ্ঞের/খ্যাত
প্রকাশিত গবেষণ
সিন্ডিকেটের বসা
নিতে। রঙের রা
কোন শিক্ষানীতি
তো দূরের কথা
অভয়ারণ্য হবে ঢা

গড ফাদার

❐ মোঃ ...
ইসলামে
ঢা.বি.
ঢাকা বিশ্ববিদ্যা

করা হয়েছিল তার রিপোর্ট আজ অবধি
প্রকাশিত হয়নি।

১৯৯৫ সালের ১৩ জানুয়ারি দিনাজপু
জেলার হাকিমপুর থানার হিলি রে
স্টেশনে আনুমানিক রাত ৯টায় ৭৪৮ ডাউ
আন্তঃনগর সীমান্ত এক্সপ্রেস ট্রেন ও ৫১
আপ গোয়ালন্দ-পার্বতীপুরগামী লোকা
ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এ দুর্ঘটনা
প্রায় শতাধিক লোক প্রাণ হারায়। এ সম
এ দুর্ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদঘাটনের জন
সরকারি রেলওয়ে পরিদর্শ
(জিআইবিআর, বর্তমানে এডিজি: ঢাকা
রেজাউল করিম দুর্ঘটনার গত '৯৫ সালে

টাঙ্গাইল ঃ ঘাটাইল থানার পাকুটিয়া উ
অস্ত্রোপচারকারীদের মধ্যে চশমা বিতরণ ক

প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ স
...নীয় সরকার প্রকৌশল অধি
থানা প্রকৌশলীর কার্যালয়
জয়পুরহাট সদর
জয়পুরহাট

...দরপত্র বিজ্ঞপ্তি
নং ঃ ০৮/৯৯-২০০

জয়/০০/৪

...ধীন ১৯৯৯-২০০০ইং অর্থ বৎসরে 'ইউ
...বক প্রকল্পের আওতায় আমদই ইউনিয়ন
প্রকৌশল অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত বি
ঠিকাদারগণের নিকট হতে বিডি ফরম
...পত্র একযোগে আগামী ০৯-০২-২০০০ই